কারবারের নিরাপত্তা ★ পেশার মর্যাদা ★ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং ২৩২১৯ ▦ ন্যাশনাল ফিশওয়ার্কার্স ফোরাম (NFF) অনুমোদিত

কাঁথি, ২২শে নভেম্বর ২০১০

সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক)
মীন ভবন, কাঁথি
পূর্ব-মেদিনীপুর

মহাশয়,

গত ১৬.১১.২০১০ তারিখে কাঁথির মীন ভবনে আপনার অফিস ঘরে জেলা মৎস্য আধিকারিক শ্রী সুরজিত বাগ মহাশয়ের উপস্থিতিতে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিদল আপনার কাছে দাবিসনদ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে এবং তারপর দাবিগুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আপনাদের সহানুভূতিশীল হার্দিক ব্যবহার ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত আলোচনায় দেওয়া কথামত উভয়পক্ষের করণীয় বিষয়গুলি সহ আলোচনার একটি সারাংশ আপনাদের সুবিধার জন্য এই চিঠির সাথে সংলগ্ন করে পাঠাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমাদের দাবি ও আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

শ্রী অচিন্ত্য প্রামানিক
Secretary,
Medinipur (E). Dist. Fishworkers' Vendor's Union.

অচিন্ত্য প্রামানিক
সম্পাদক

RECEIVED
not verified
22.11.2010
Office of the Asstt. Director of Fisheries
Marine. Contai. Purba Medinipur

— যোগাযোগ —

ন্যাশনাল ফিশওয়ার্কার্স ফোরাম (NFF)কার্য্যালয়, কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড (জনমঙ্গল সমিতির পিছনে)

অচিন্ত্য প্রামানিক, সম্পাদক, মোবাইলঃ ৯৮০০৭৭৭৪৫৮ সুজয় জানা, কার্য্যালয় আধিকারিক, মোবাইলঃ ৯৭৩৩৮৪৪১৫১

রেজিঃ অফিস — দাদনপাত্রবার খটি, রামনগর-২, কাঁথি. পূর্ব মেদিনীপুর

গত ১৬.১১.২০১০ তারিখে এ ডি এফ মেরিন (কাঁথি)-র সাথে মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের আলোচনার নোট

দাবিভিত্তিক আলোচনা	দপ্তরের করণীয়	ইউনিয়নের করণীয়
1. জরুরি ভিত্তিতে মৎস্য ভেন্ডরদের পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে। *মৎস্য ভেন্ডরদের উপকূলীয় মৎস্যজীবী বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার কাজ চলছে। এই কাজ তিনটি দফায় হবে। প্রথম দফায় আবেদনপত্র সংগ্রহ। ৩১শে অগাস্ট ও পরে ১৫ই সেপ্টেম্বর এই আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ চলে গেছে। এই সপ্তাহের মধ্যে সব আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।*	জমা পড়া আবেদনপত্রগুলির দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা করা। পরের কাজগুলি ত্বরান্বিত করা যাতে পরিচয়পত্রগুলি প্রাপকদের কাছে পৌঁছতে দেরি না হয়।	শুক্রবার ১৯শে নভেম্বরের মধ্যে সব আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
2. সুদখোর মহাজনের হাত থেকে বাঁচাতে মৎস্য ভেন্ডরদের অবিলম্বে স্বল্পসুদে ব্যবসার মূলধন দিতে হবে। *এফ.এফ.ডি.এ.-এর স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়ার প্রকল্প আছে। এফ.পি.জি. (Fish Production Group) তৈরী করে এই ঋণ পাওয়া যেতে পারে। প্রস্তাবটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।*	প্রস্তাবটি পাঠানো এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা।	প্রস্তাবটি পাঠানো হল কিনা দেখা এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা।
3. মাছ বিক্রির জন্য উপযুক্ত সুবিধাযুক্ত বাজারের ব্যবস্থা করতে হবে। *এন.এফ.ডি.বি-র এ বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রকল্প আছে। পূর্ব মেদিনীপুরের মাছ বাজার ও বিক্রি করার জায়গাগুলির একটি নিরীক্ষা এম.ই.এম.এস করেছিল। ওদের কাছে তথ্য থাকতে পারে। কাঁথি অফিসেও এ.ডি.এফ (পূর্ব)-র অধীন গণন শাখায় তথ্য থাকতে পারে। তার ভিত্তিতে প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে। ইউনিয়নের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয় দপ্তরের সাথে যৌথভাবে মাছ বিক্রির জায়গাগুলির নিরীক্ষা করার যাতে তার ভিত্তিতে একটি সার্বিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।* *সাত মাইল বাজারের বিষয়ে আগামী ১৮ই নভেম্বর সহ মৎস্য অধিকর্তা পরিদর্শন করতে যেতে পারেন। বাজারের জন্য প্রস্তাবিত সংলগ্ন জমিটি সেচ দপ্তরের অধীন থাকায় সেটিকে লিজে বা আন্তঃদপ্তর হস্তান্তরের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে।*	প্রয়োজনীয় তথ্য থাকলে তার ভিত্তিতে, না থাকলে তথ্য সংগ্রহ করে (এক্ষেত্রে ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে করা যেতে পারে) জেলার মাছ বাজার ও মাছ বিক্রির জায়গাগুলির উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ন। সাতমাইল বাজার পরিদর্শন করে অবিলম্বে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া।	মৎস্যদপ্তর সংগৃহীত তথ্যের অনুসন্ধান। সম্ভব হলে তার ভিত্তিতে, নতুবা নতুন তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে মাছ বাজার উন্নয়নের নির্দিষ্ট প্রস্তাব যাতে তৈরী করা হয় তা দেখতে হবে। সাত মাইল বাজারের বিষয়ে পরিদর্শনের সময় থাকতে হবে ও পরবর্তী সরকারি পদক্ষেপ নজরে রেখে করণীয় ঠিক করতে হবে।

4. সহজ শর্তে ও ভর্তুকি দিয়ে মৎস্য ভেন্ডরদের জন্য সাইকেল, মোটর সাইকেল ইত্যাদি পরিবহন যানের ব্যবস্থা করতে হবে। *এইরকম প্রস্তাব ইতিপূর্বে না থাকায় দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়নি। এবার পাঠানো হবে।*	অবিলম্বে এই দাবিভিত্তিক প্রস্তাব তৈরী ও পেশ করা।	প্রস্তাবটি পাঠানো হল কিনা দেখতে হবে।
5. সহজ শর্তে ও ভর্তুকি দিয়ে মৎস্য ভেন্ডরদের জন্য আধুনিক ওজন যন্ত্র ও মাছ সংরক্ষনের ঠান্ডা বাক্স দিতে হবে। *এম.পি.ই.ডি.এ সাধারনতঃ নেটফিশ এর মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে এগুলি সরবরাহ করে। নেটফিশ এর সাথে ইউনিয়নের প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে, দপ্তর সুপারিশ করবে। তবে এক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী তৈরী করলে ভাল হয়।*	নেটফিশ এর সাথে যোগাযোগ ও সুপারিশ।	এম.পি.ই.ডি.এ. ও নেটফিশ এর সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করা। এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী তৈরী করা। প্রস্তাব তৈরী ও দপ্তরের সুপারিশ সহ তা দাখিল করা।
6. মৎস্য ভেন্ডরদের জন্য মাছ বিক্রির আধুনিক ট্রে-র ব্যবস্থা করতে হবে। *এম.পি.ই.ডি.এ সাধারনতঃ নেটফিশ এর মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে এগুলি সরবরাহ করে। নেটফিশ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, দপ্তর সুপারিশ করবে। তবে এক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী তৈরী করলে ভাল হয়।*	নেটফিশ এর সাথে যোগাযোগ ও সুপারিশ।	এম.পি.ই.ড.এ. ও নেটফিশ এর সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করা। এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী তৈরী করা। প্রস্তাব তৈরী ও দপ্তরের সুপারিশ সহ তা দাখিল করা।
7. সমস্ত মৎস্য ভেন্ডরদের রিলিফ কাম সেভিংস স্কিম-এর আওতায় আনতে হবে। *বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৭০০০ মৎস্যজীবী এর আওতায় আছেন। এটি দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে – ১। কেন্দ্রীয় সরকারকে মৎস্য ভেন্ডরদের এটির আওতায় আনার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২। মৎস্য ভেন্ডরদের এটির আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের আয়তন বাড়াতে হবে।*	অবিলম্বে এই দাবিভিত্তিক একটি প্রস্তাব দপ্তরের পক্ষ থেকে তৈরী ও পেশ করা।	এন.এফ.এফ. –কে বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলতে হবে।
8. মৎস্য ভেন্ডরদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে মেরিন কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের অনুমতি দিতে হবে। *এটি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী তৈরী করা প্রয়োজন। ডি.এফ.ও. কো-অপারেটিভ বিষয়টিতে আরো আলোকপাত করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য দপ্তরে একদিন আসতে বলেন।*	আলোচনার ভিত্তিতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরীর ব্যবস্থা করা।	ডি.এফ.ও. কো-অপারেটিভ-এর সাথে আলোচনা। গোষ্ঠী তৈরী। প্রস্তাব পেশ ও তা অনুমোদন করানো।

9. মৎস্য ভেন্ডরদের জন্য অবিলম্বে বার্ধক্যভাতা ও বীমা প্রকল্প চালু করতে হবে। *বার্ধক্যভাতা সাধারন প্রশাসনের বিষয়। দপ্তর বিষয়টি নিয়ে ডি. এম. -কে লিখতে পারে, যাতে মৎস্য ভেন্ডরদের জন্য কিছু সংখ্যক বার্ধক্যভাতা বরাদ্দ করা হয়। মৎস্য ভেন্ডররা উপকূলীয় মৎস্যজীবী বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি কার্ড পেলে ১,২৬,০০০ টাকা বীমাকৃত ক্ষতিপূরণের আওতায় আসবেন। এছাড়াও বছরে ৬০ টাকা দিলে ১,০০,০০০ টাকার বীমাকৃত ক্ষতিপূরণের প্রকল্প আছে। এছাড়াও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য অন্যান্য চালু বীমা প্রকল্প খতিয়ে দেখা যেতে পারে।*	অবিলম্বে এই দাবিভিত্তিক একটি প্রস্তাব দপ্তরের পক্ষ থেকে তৈরী ও পেশ করা।	বিষয়টি নিয়ে ইউনিয়নকে খোঁজখবর ও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
10. মৎস্য ভেন্ডরদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য সরকারী আবাসন প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। *ই.ডব্লিউ.এস. আবাসন প্রকল্পে এবার আর মৎস্য ভেন্ডরদের নেওয়া সম্ভব নয়। তবে মৎস্য দপ্তরের আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে ৫০,০০০ টাকার বাড়ি তৈরীর প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। এরকম ২০-২৫ টি বাড়ির প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে। ১০ জন একই জায়গায় বাড়ির জন্য আবেদন করলে একটি নলকূপ ও রাস্তাও পাওয়া যাবে। আবেদনকারীর নামে জমি থাকতে হবে।*	আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে মৎস্য ভেন্ডররা যাতে আবাসন সহায়তা পান তা সুনিশ্চিত করা।	দারিদ্র ও প্রয়োজনের নিরিখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপকদের তালিকা তৈরী করতে হবে। দপ্তরের সাথে আলোচনা করে প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
11. মৎস্য ভেন্ডরদের উপর তোলাবাজ-চাঁদাবাজদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। *এই বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে দপ্তর তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নেবে।*	দপ্তরের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।	এ বিষয়ে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট দাবি জানিয়ে মৎস্য দপ্তরকে চিঠি দেওয়া প্রয়োজন।